মৃত্যুর উপর বিজয়লাভ

মার্ক ৫:২১-২৪, ৩৫-৪৩

গত সপ্তাহে আমরা দেখেছিলাম, যীশু কীভাবে সেই কবরস্থানে বাসকারী মন্দ-আত্মাগ্রস্তকে সুস্থ করেছিলেন। কিন্তু সেই ঘটনার শেষ অংশে, আমরা গেরাসেনীদের মূর্খতা দেখে দুঃখ পেয়েছিলাম। তারা যীশুকে বিনতি করেছিল, "আমাদের সীমা থেকে চলে যান" (১৭ পদ)। যীশু তাদের কথার প্রতিবাদ না করে, সেই স্থান পরিত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু গেরাসেনীদের মধ্যে সুসমাচার প্রচার করার জন্য সেই সুস্থতা লাভকারী ব্যক্তিকে তিনি প্রেরণ করেন। যীশু গালীল পার হলেন, ফিরে আসলেন কফরনাহূমে। কারণ, এখানে তাঁর জন্য 'যায়ীর' অপেক্ষা করছিল। সে যীশুকে বিনতি করল, "আমার ঘরে এসে আমার কন্যাকে সুস্থ করুন" (২৩ পদ)। পূর্ববর্তী ঘটনায় যীশু একজন 'মৃতপ্রায়' ব্যক্তিকে সুস্থ করেছিলেন; কিন্তু এখানে যীশু যায়ীরের 'মৃত' কন্যাকে জীবন দিলেন। পূর্ববর্তী ঘটনা দেখে লোকেরা "আশ্চর্য" হয়েছিল; কিন্তু মৃতের জীবন ফিরে পাওয়া দেখে লোকেরা "বড়ই বিস্ময়ে একেবারে চমৎকৃত হল" (৪২ পদ)।

যায়ীরের মৃত কন্যাকে জীবনদানের ঘটনা থেকে, আমরা একদিকে মৃত্যু সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করি। অন্যদিকে যীশুর ক্ষমতা দেখতে পাই, যা মৃতকেও পর্যন্ত জীবন ফিরেয়ে দেয়। তাই, আসুন আমরা এই ঘটনার গভীরতা উপলব্ধি করতে, যায়ীরের কন্যার মৃত্যুকে ভালো করে চিন্তা করি।

ক। পরিস্থিতির গভীরতা

(১) একমাত্র কন্যা (লুক ৮:৪২ পদ) — একমাত্র কন্যা হওয়ায় পিতা যায়ীর তাকে কতখানি ভালোবাসত, তা আমরা যায়ীরের আচরণ থেকে দেখতে পাই। যীশুর পায়ে পড়ে তার বাড়িতে আসতে সে অনুরোধ করেছিল (২২, ২৩ পদ)। একমাত্র সন্তানের মৃত্যু আমাদের সকলকেই কষ্ট দেয় (অব্রাহাম ও ইস্হাক; পিতা ঈশ্বর ও যীশু)। আমরা সবাই তাদের মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে চাই। কিন্তু সত্য এই যে, "মৃত্যুর উপর আমাদের কোন ক্ষমতা নেই।"

(২) বয়স মাত্র ১২ বৎসর (লুক ৮:৪২ পদ) — অর্থাৎ একজন স্ত্রীলোক হিসাবে প্রস্ফুটিত হবার ঊষা-লগ্ন। যা একটি জীবনের সুপ্রভাত হবার কথা ছিল, তা গভীর রাত্রিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এমন ঘটনায় আমরা অনেকেই এমন প্রশ্ন করে থাকি, "ঈশ্বরের এ কেমন বিচার?" এই প্রশ্নের উত্তর যদিও সহজ নয়, তথাপি এই প্রশ্নের দ্বারা আমরা আরও একটি সত্যের সম্মুখীন হই, "আমরা জানি না, কখন আমাদের মৃত্যু হবে?" (সর্বদা প্রস্তুতি প্রয়োজন)।

(৩) পিতা যায়ীর ছিলেন সমাজগৃহের অধ্যক্ষ (মার্ক ৫:২২ পদ)— সমাজগৃহের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকায়, সমাজের দৃষ্টিতে যায়ীর সম্মান-প্রতিপত্তি লাভ করেছিল। নিঃসন্দেহে, সে ধনীও ছিল। জীবনে সে অনেক কিছু লাভ করেছিল, কিন্তু তাঁর জীবনের সবথেকে মূল্যবান বিষয়টি, সেদিন জীবন কেড়ে নিতে চলেছিল (মথি ১৬:২৬)। এমন পরিস্থিতিতে, জীবনের একমাত্র আলো সে দেখতে পায় যীশুর মধ্যে।

কিন্তু যীশুর কাছে আসা যায়ীরের পক্ষে সহজ কাজ ছিল না। কারণ, জাগতিক উচ্চাকাঙ্খা ও সম্মান এই পথে বাধা ছিল। অন্যান্য ইহুদি নেতারা তার এই কাজকে কখনও ভালো চোখে দেখবে না। কারণ তারা সবাই যীশুর উপর চটা। তাই, যায়ীরকে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। একদিকে সামাজিক চাপ এবং অন্যদিকে একমাত্র কুমারী কন্যার জীবন-মরণ প্রশ্ন। কিন্তু যায়ীর সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সমস্ত সামাজিকচাপ উপেক্ষা করে যীশুর কাছে এসেছিল। তার মত আমরাও যখন এমন সিদ্ধান্ত নিই, তখন জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারণা লাভ করি। এর দ্বারা অন্ধ কারের বুকে আলো ফুটে ওঠে। হ্যাঁ, সমস্ত সমস্যা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য যীশুর সান্নিধ্য লাভই একমাত্র উপায়। তাই, আসুন এবারে আমরা যীশুর কথার প্রতি দৃষ্টি দিই।

অনুগ্রহ বার্তা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

খ। যীশুর কথা

(১) 'ভয় করিও না, কেবল বিশ্বাস কর' (৩৬ পদ)— যীশু যায়ীরের কথায় তার বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন। কিন্তু পথে যায়ীরের লোক এসে বলে তার কন্যা ইতিমধ্যে মারা গেছে (৩৫ পদ)। কিন্তু যীশু তাকে বিশ্বাস করতে বলেন। যায়ীর এখন কার কথা বিশ্বাস করবে? যীশু তাকে বলতে চাইছেন, "তুমি আমায় বিশ্বাস করে এতদূর এসেছ, স্ত্রী-লোকের সুস্থ হওয়া দেখে তোমার বিশ্বাস বেড়েছে, এখন সেই বিশ্বাসে স্থির থাক।" যায়ীরের বিশ্বাসে আঘাত করার বিভিন্ন কারণ ছিল, (১) সময়ের অপচয়, (২) কন্যার জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক মর্যাদাহানি। আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিতে ঈশ্বর দেরি করেন না, তাঁর মনোনীত উপায়ে তাঁর মনোনীত সময়ে উত্তর দিয়ে থাকেন।

(২) "বালিকাটি মরে নাই, ঘুমিয়ে আছে" (৩৯ পদ) — যায়ীরের ঘরে পৌঁছে, সকলকে কাঁদতে দেখে, যায়ীর নিশ্চিত হয় যে বালিকাটি মারা গেছে। জীবনের আর কোন আশা নেই। কিন্তু এমন সময় যীশু বলেন, "সে মরেনি, কেবল ঘুমিয়ে আছে।" বিশ্বাসীর ক্ষেত্রে, মৃত্যু হল নিদ্রামাত্র। কারণ, পুনরুত্থানের অপেক্ষায় আমাদের দেহ বিশ্রাম নেয় (১থিষ ৪:১৩-১৮)। কিন্তু আমাদের আত্মা ঘুমায় না, কারণ তা মৃত্যুতে দেহ ত্যাগ করে (যাকোব ২:২৬) ও খ্রীস্টের কাছে যায় (ফিলি. ১:২০-২৩) । শরীর খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমনের সময় পর্যন্ত পুনরুত্থানের জন্য অপেক্ষা করে (১করি ১৫:৫১-৫৮)। আমাদের যে সকল বিশ্বাসী পরিজন মারা গেছেন তাদের জন্য আমরা এর থেকে বড় আশার আলো দেখতে পাই।

(৩) "বালিকা, তোমাকে বলছি, উঠ" (৪১ পদ) — যখন অবিশ্বাস ঈশ্বরের কথায় হাসে, তখন তাঁর কথায় বিশ্বাস ঈশ্বরের ক্ষমতা উপলব্ধি করে। যীশু এই অলৌকিক কাজটি দৃষ্টি-নন্দনকারী ঘটনা হিসাবে উপস্থাপন করেননি। যীশু কন্যাটির পিতা-মাতার মনের অবস্থা ভালো করে উপলব্ধি করেছিলেন, ভাড়া-করা কাঁদুনীদের কান্না তাদের বিচলিত করেছিল। "টালিথা কুমি" অরামীয় শব্দ যার বাংলা হল, "বালিকা, উঠ।" এটি কোন ঐন্দ্রিয়জালিক (ম্যাজিক) শব্দ নয়। যীশু আপন ক্ষমতায় বালিকাটির দেহে তার আত্মাকে ফিরিয়ে আনলেন (৪২পদ)।

সে কেবল জীবন ফিরে পেল, তাই নয়, তার অসুস্থতা থেকেও সে সুস্থ হল। তাকে খাবার দিতে যীশু আজ্ঞা করলেন। ঐশ্বরিক অলৌকিক কাজ কখনও সাধারণ জ্ঞানের সেবা বা চিকিৎসার কাজকে উপেক্ষা করে না। আমরা মনে করতেই পারি যে, যায়ীর ও তাঁর স্ত্রী যীশুকে ব্যক্তিগত পরিত্রাতা ও মুক্তিদাতা বলে গ্রহণ করেছিল। বাইবেলে সে বিষয়ে যদিও কোন উল্লেখ নেই, তবুও আমরা ধারণা করতে পারি, তাদের কন্যা তার জীবন দিয়ে, কীভাবে যীশুর ক্ষমতার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিল।

যীশু বিপদ, মন্দ-আত্মা, অসুস্থতা, এবং মৃত্যুর উপর জয়লাভ করেছেন। এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যীশু কীভাবে বিভিন্ন মানুষের প্রয়োজনে তাঁর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এর দ্বারা আমরা নিশ্চিত হই যে, আজও সেই জীবিত ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনার উত্তরের দ্বারা আমাদের সাহায্য করেন। অবশ্য এর মানে এই নয় যে, তিনি আমাদের প্রতিটি বিপদ থেকে উদ্ধার করতে বাধ্য (প্রেরিত ১২) কিম্বা আমাদের প্রতিটি অসুস্থতা তিনি সুস্থ করেন (২করি. ১২:১-১০)। কিন্তু তিনি চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। শেষ বিচারের পর তাঁর সঙ্গে অনন্তকাল স্বর্গসুখ। আপনি কি প্রস্তুত? (ধনী ও তাঁর বোকা চাকরের উদাহরণ)।